মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা

আলী আকবর টাবী

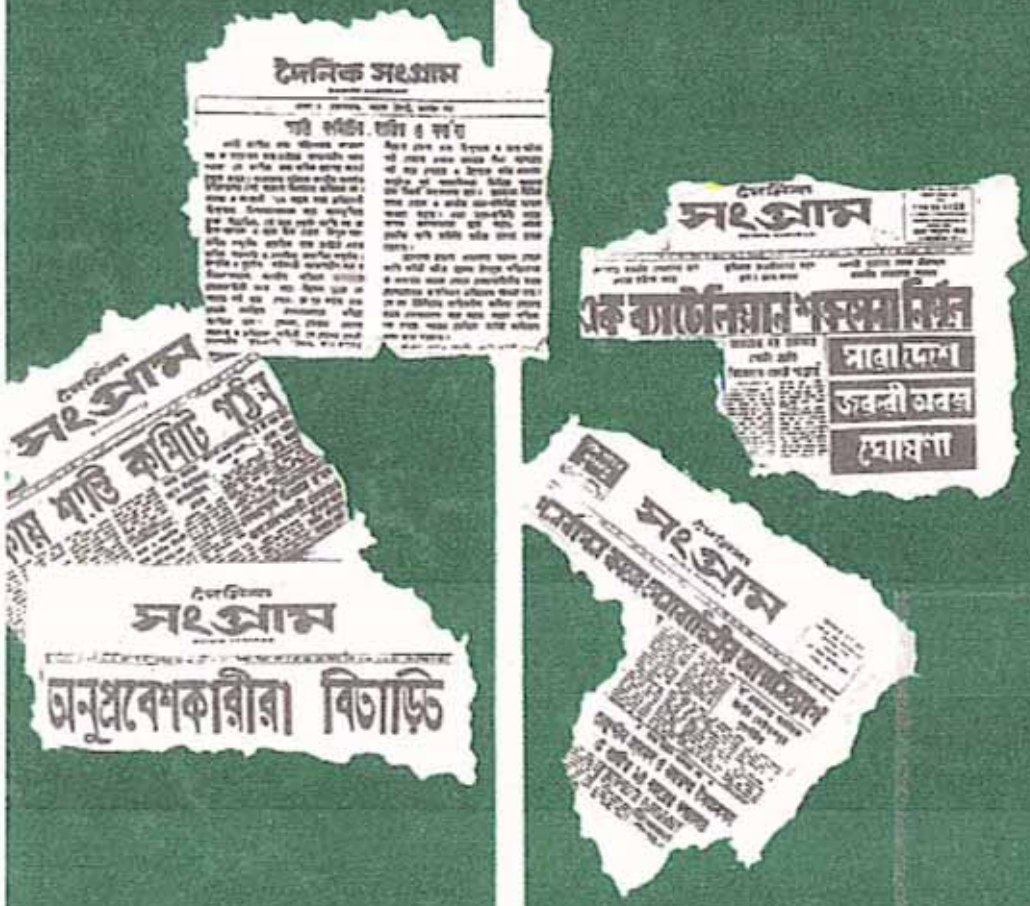

মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা

আলী আকবর টাবী

প্রাপ্তিস্থান
বাংলা একাডেমীর বইমেলা

প্রকাশক
হালিমুল্লাহ খন্দর
৫৫ নবাবপুর রোড
ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রচ্ছদ
টুটু মুস্তাফিজ

আলোক চিত্র
সাইদ বদরুল করিম রতন

বর্ণবিন্যাস
সুন্দরম
৮নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
তাজ প্রিন্টিং প্রেস
১৬/১ কোর্ট হাউস স্ট্রিট
ঢাকা ১১০০

মূল্যঃ সাদা ৭০ টাকা
নিউজ ৪০ টাকা

MUKTIJUDHE DAINIK SANGRAMER BHUMIKA (Role of Daily Sangram in the Liberation War 1971) By ALI AKBAR TABI

বাবা মরহুম খুরশীদ আলী
ও মা রিজিয়া বেগমের
করকমলে
এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে
কারানির্যাতিত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা
বড়ভাই প্রয়াত আলী রেজা খুরশীদ রাজুর
স্মৃতিতে—

ভূমিকা

একটি পতাকা বা একটি স্বাধীন ভূমিকার জন্যই শুধু নয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের জাতিসত্ত্বা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্ম-অনুসন্ধানের লড়াইও। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার শোষণে বিপর্যস্ত এ জাতির হৃদয় হতে তাই স্বাধীনতার দৃপ্ত প্রত্যাশা অনির্বান হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালি একাত্তরের দৃপ্ত চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসক গোষ্ঠীর বীভৎস দমননীতি ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। হৃদয়ে ছিল শুধু একটি প্রত্যাশা-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা।

একটি জাতির জন্য সেই মহত্তম টিকে থাকার যুদ্ধেও নির্মম বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছিল ধর্মের ধ্বজাধারী কয়েকটি রাজনৈতিক দল। বিশেষ করে গোলাম আজম ও তার নেতৃত্বাধীন জামাতে ইসলামের ভূমিকা এক্ষেত্রে বেঈমানী ও নির্মমতার অতীত সকল ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

তারা পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে সমর্থন করেছিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সহায়তা ও শক্তি যুগিয়েছিল। রাজাকার বাহিনী গঠন করে পাশবিক হত্যাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। আলবদর ও আলশামস বাহিনী বানিয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। সেই যুদ্ধকালীন সময়ে জামাতে ইসলামীর মুখপাত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' অসত্য, বানোয়াট খবর ছাপাত, ধর্মের নামে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে সমর্থন যোগাত। সমগ্র জাতির মুক্তির জন্য মহান যুদ্ধকে তারা কলংকিত করার অসত চেষ্টায় নেমেছিল। সাংবাদিকতার নামে এই বীভৎস কুৎসা, মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র প্রতিটি বাঙালির হৃদয়াবেগের নিষ্ঠুর অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু সেই কুৎসিত অন্ধকারকে পরাজিত করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার দৃপ্ত সূর্য। একাত্তরের 'দৈনিক সংগ্রামের' সাংবাদিকতার ধরণ ইতিহাসে এক জনবিরোধী, গণবিচ্ছিন্ন বিষাক্ত সাংবাদিকতার অকাট্য নির্দশন হিসেবে রয়ে যায়। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত সেই সময়ের যত মিথ্যা খবর, অপপ্রচার, বানোয়াট কাহিনী এবং লেখা নিয়ে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি হল 'মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা।'

যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্য নিয়ে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আলী আকবর টাবী।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহী গবেষক, পাঠক এবং আগামী প্রজন্মের দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাছে এর মূল্য অপরিসীম হবে বলে আমার বিশ্বাস। একাত্তরের ঘাতক ও দালাল গোলাম আজমের স্বরূপ কেমন ছিল, তার বাস্তব ও সত্য প্রমান পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে।

আবেগপ্রবণ জাতি হিসেবে আমাদের একটা মহা ত্রুটি রয়েছে। আমরা ইতিহাস তৈরি করি কিন্তু তা রক্ষার করার তেমন জোরালো তাগিত আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিহাসই একটি জাতির পরিচয়, ইতিহাসই একটি জাতির বিকাশের অনুপ্রেরণা। একাত্তরের ঘাতক ও দালাল গোষ্ঠী আবার যখন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে আমাদের ছোবল মারতে উদ্যত, ঠিক তেমনি মুহূর্তে এই গ্রন্থ আবার নতুন করে আমাদের সচেতনও হবার প্রেরণা জোগাবে। একাত্তরের কুখ্যাত ও ঘৃণ্য দালাল গোলাম আজম আবার যখন জামাতে ইসলামের আমীর নির্বাচিত হয়ে দেশে তার রাজনৈতিক মতলব হাসিল করতে ফনা তুলেছে তখন স্বাভাবিকভাবে আবার একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখেই আমাদের প্রতিরোধ গড়তে হবে।

এই গণদুশমনের বিচার বাংলার মাটিতে করে তাকে নির্মূল করাটাই হোক আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা লাঞ্ছিত হতে দেব না—এই প্রতিজ্ঞা আজ প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে উজ্জীবিত করুক, এই আমার প্রত্যাশা।

জাহানারা ইমাম
১ ফাল্গুন ১৩৯৮

নান্দীপাঠ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক তরুণ বুদ্ধিজীবী ও গবেষক প্রথম আমাকে এই ব্যতিক্রমধর্মী গবেষনামূলক গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। মাটি ও মানুষ সম্পর্কে আমার চেতনার বর্তমান স্তরে উন্নীত হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাই বইয়ের ভূমিকার প্রথমেই তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আত্মপ্রচার বিমুখ এই গবেষক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বলে এক ধরণের অতৃপ্তি ও দুঃখবোধ রয়ে গেল।

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকাটি জামায়তে ইসলামীর মুখপত্র। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ন'মাসের প্রতিটি দিন জামাতে ইসলামী ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র কিভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে আঘাত করত, এই গ্রন্থটি তারই একটি প্রামান্য দলিল।

মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকার উপর কাজ করতে যেয়ে সম্ভাব্য কোন লাইব্রেরীতে পত্রিকাটির মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সংখ্যাগুলো পাওয়া যায়নি। এই সংখ্যাগুলোর জামাত সকল জায়গা থেকেই নিজেদের ক্ষমাহীন অপরাধ আড়াল করার জন্য সরিয়ে ফেলেছে। বহু অনুসন্ধানের পর ডিসেম্বর মাস ছাড়া বাকী সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তবে ডিসেম্বর মাসটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের প্রকাশিত সংখ্যাগুলো পাওয়া গেলে জামাতের বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ স্বাধীনতা বিরোধীদের অপকীর্তি পাঠকের সামনে তথ্য প্রমাণসহ আরো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সম্ভব হত। তবে জোর অনুসন্ধান চলছে। জামাতসহ স্বাধীনতা বিরোধীদের ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে লুকায়িত বীভৎস কুৎসিৎ চেহারাটি অচিরেই জনসমক্ষে উন্মোচন করা সম্ভব হবে।

আমার এই বই প্রকাশের কাজে বাঙলা একাডেমীর উপ-পরিচালকদ্বয় শ্রদ্ধেয় জনাব ফজলুল হক সরকার ও জনাব আব্দুল গফুরের আন্তরিক সহযোগিতা আমার কাজকে সহজতর করেছে। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া সাইদ বদরুল করিম রতন, কাজী সালমা খাতুন নার্গিস ও শারমীন রহমান সুরমা তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রকাশনা পর্যন্ত নানাভাবে সহযোগিতা না করলে বইটি বের করা আমার পক্ষে কঠিন হত।

দৈনিক সংগ্রাম

প্রাণ প্রতিরক্ষা বাহিনী

তাজুদ্দীন ও অন্যান্যদের ফৌজদারী আদালতেও বিচার করা হবে

দৈনিক সংগ্রাম

বেধাকার বাহিনীর কৃতিত্ব

অধ্যাপক আযমের বেতার ভাষণ

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন : গোলাম আযম

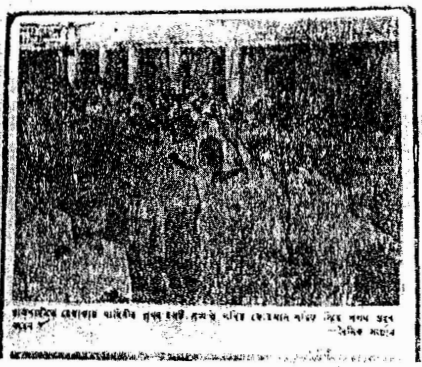

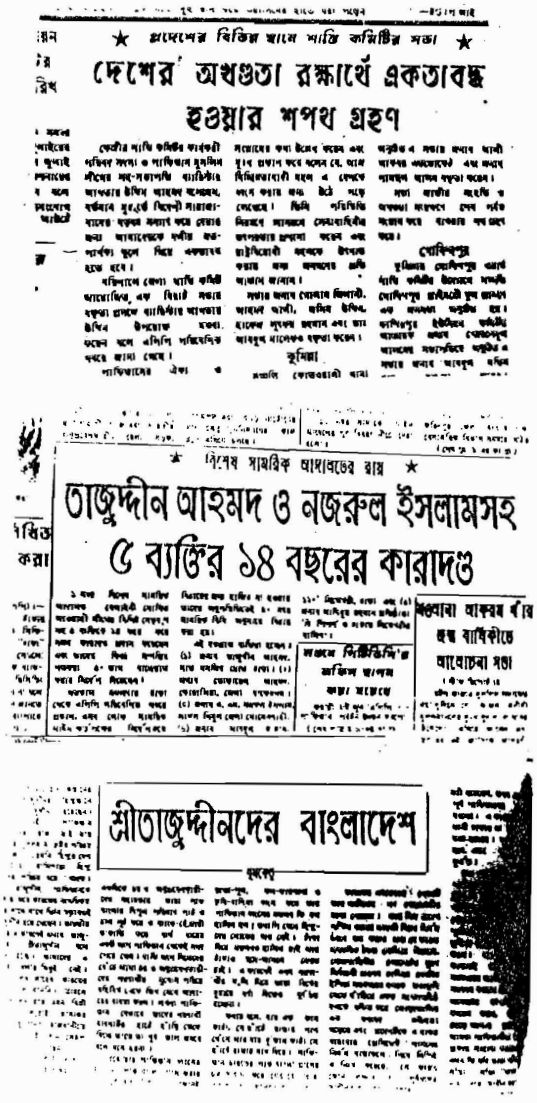

★ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটির সভা ★

দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে একতাবদ্ধ হওয়ার শপথ গ্রহণ

★ বিশেষ সামরিক আদালতের রায় ★

তাজুদ্দীন আহমদ ও নজরুল ইসলামসহ ৫ ব্যক্তির ১৪ বছরের কারাদণ্ড

শীতাজুদ্দীনদের বাংলাদেশ

পটভূমি

২৫ মার্চ।
১৯৭১।
মধ্যরাত।
ঘুমন্ত ঢাকাবাসী।

হিটলার মুসোলিনী চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরী ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার নায়ক ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাক বর্বর বাহিনী নিরস্ত্র নরনারীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল আদিম হিংস্রতায়। রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ল জল্লাদ বাহিনীর রাইফেল, কামান, মর্টারের হিংস্র গর্জনে। হাহাকার, আর্তচিৎকার ক্রন্দনে '৭১-এর ২৫শে মার্চের রাত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের নল ক্রমাগত উদ্গীরণ করছিল মৃত্যু আর মৃত্যু। ফুটপাতে, রাজপথে, বাসে, ট্রাকে, রিকসায় জমে উঠল মৃত মানুষের লাশ।

পাক বাহিনীর উদগ্র বর্বরতায় শহীদ মিনার ভূলুণ্ঠিত হলো, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইকবাল হল, জগন্নাথ হল হলো বিধ্বস্ত। একটি রাত নয় মনে হয় একটি যুগ কাটলো।

অবশেষে রাত কেটে সকাল হলো। প্রতিদিনের মত সূর্য উঠলো। কিন্তু এ কোন সকাল?

এমন সকাল তো এদেশের মানুষ আগে দেখেনি। মারনাস্ত্রের বিকট গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত পাখীরাও যেন কলরব করতে ভুলে গেল। ফুটপাত, সদরঘাট টার্মিনাল, কমলাপুর রেলস্টেশনসহ সর্বত্র পড়ে রইল সারি সারি লাশ। সহসা আকাশে অসংখ্য শকুন ডানা ঝাপটালো। মনে হলো যেন হিরোসীমার আনবিক বোমা বিস্ফোরণের পরের মূহর্ত। চারিদিকে শোকের ছায়া। স্বজন হারানো মানুষের আহাজারীতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আচমকা নারকীয় তাণ্ডবে মানুষ নীরব নিথর হয়ে পড়ল। শোকার্ত মানুষ কাজ ভুলে গেল। কারখানায় নিত্যদিনের মত সাইরেন বাজলো না। এমনকি সরকারী ভবনগুলো পর্যন্ত খুলল না। ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ অফিস তখনও পুড়ছে। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে কোন সংবাদপত্র বের হতে পারলো না। এমনকি সরকারী সংবাদপত্রও নয়। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার মাঝেও একটি পত্রিকা বের হলো।

নাম তার দৈনিক সংগ্রাম।

তাহলে কি এই পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ এ ধরণের একটি গণহত্যা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিল?

স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র আখতার ফারুক সম্পাদিত পত্রিকাতে গতরাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাটের কোন খবরই ছাপা হলো না। পক্ষান্তরে ঘাতক জান্তার বিভিন্ন কঠোর নির্দেশ ও প্রেসনোটে ঠাসা ছিল দৈনিক সংগ্রামের সেদিনের সংখ্যাটি।

২৫শে মার্চ থেকে যে হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন শুরু হয় তা ক্রমে আরো ব্যাপক আকারে ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে উজাড় করে দেওয়া হলো। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় হত্যা করা হলো। পিতার সম্মুখে কন্যাকে, স্বামীর সম্মুখে

অতঃপর, শান্তি কমিটি গঠনের প্রথম পরামর্শদাতার দাবিদার দৈনিক সংগ্রাম।

৮ এপ্রিল

রোকেয়া হলে দুই চারটা ছেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল

'ভারতীয় অপপ্রচারের ব্যর্থতা' শিরোনাম দিয়ে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

> .....এমন কি রোকেয়া হলে কিছু হওয়া তো দূরে, অন্য হলের দু'চারটা ছেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায়।

অথচ এ সম্পর্কে রবার্ট পেইন-এর ম্যাসাকার (ভাষান্তর) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১২) উল্লেখ করেছেনঃ

> দু'দিন বাদে ছাত্রাবাস দেখতে এলেন একজন বিদেশী সাংবাদিক মিচেল লরেন্ট। প্রায় জনাবিশেক ছাত্র তখনও এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে। আরো অনেকে বিছানায় যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই দেখতে পেলেন তিনি, চারিদিকে ছিলো ছোপ ছোপ রক্তের চিহ্ন, শুকনো রক্তের ধারা, ছিলো ট্যাঙ্কের মাড়িয়ে যাবার চিহ্ন।

সম্পাদকীয়তে আরো লেখা হয়ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের সব গুরুত্বপূর্ণ শহর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থেকে স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে এলেও ভারতীয় বেতারে এখনও সেগুলোয় ভীষণ যুদ্ধ চলছে।
>
> .....ভাতৃদ্বন্দ্বে উদ্যত জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে গলায় গলা মিলিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। নূতন করে জাতীয় মীর জাফরদের তারা চিনবার সুযোগ পেয়েছে। ভারত ও তার এজেন্টদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে যে কোন মূল্যে তারা স্বদেশ ও জাতি রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

বাংলাদেশ ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্নের রামরাজ্য

একই দিনে আপন ভোলা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' উপসম্পাদকীয়তে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতীয় নীল নক্সা হিসেবে চিত্রিত করে একটি রম্যরচনা উপস্থাপন করেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তাকে ইন্দিরা গান্ধীর রামরাজ্য গড়ার স্বপ্ন হিসেবে দেখিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে ব্যাঙ্গাত্মক কল্প-কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, তার অংশ বিশেষ নিচে দেয়া হলোঃ

> নয়াদিল্লী, মিসেস গান্ধী তার নিভৃত ডইং রুমে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। সামনে বিরাট একটি মানচিত্র। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রকে হলুদ রেখায় ঘিরে রাখা হয়েছে। হলুদ রেখার ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে- প্রথম শিকার। মিসেস গান্ধী এক দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদী বিধৌত শস্য-শ্যামলা পূর্ব পাকিস্তানের কথা মনে পড়তেই তাঁর চোখ দুটি লোভে চিক চিক করে উঠল এবং সঙ্গে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ, কে, ফজলুল হক প্রমুখ পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধাদের বিরুদ্ধে তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। এরাই তো মুসলমানদের চোখ খুলে দিল আর তার ফলেই তো 'ভারত মাতা'র দেহ দ্বিখণ্ডিত হলো। মিসেস গান্ধী আঁচলে গলা জড়িয়ে করজোড়ে স্বগতঃ কণ্ঠে বলল, মা, তোমার রক্তাক্ত দেহের কথা

> আমরা ভুলিনি— তোমার কান্না আমরা শুনতে পাচ্ছি মা। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই আমরা তোমার মহান সন্তান শিবাজীর স্বপ্নের 'রামরাজ্য' গড়তে পারব।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের দেখা মাত্র খতম করে দেবে

ঐদিনের প্রথম পাতায় প্রাদেশিক জামাতের একটি বিবৃতি ফলাও করে ছাপা হয়। চার কলামবিশিষ্ট তিন লাইনের বড় বড় হরফে লেখা শিরোনামটি ছিলঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না।

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক জনাব নূরুজ্জামান এবং ঢাকা জামাতের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার যুক্ত বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থানে দেখা মাত্র খতম করে দেবে।

৯ এপ্রিল

'কাশ্মীর থেকে পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য মায়াকান্না কেঁদে ও বন্ধু সেজে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অনুপ্রবেশের কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। নেহেরু তনয়া—মিসেস গান্ধী মনে করছেন, তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হলে কাশ্মীরের মত পূর্ব পাকিস্তান দখল ও সেখানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করা সম্ভব হবে।

১০ এপ্রিল

প্রথম পাতায় পুরো কলাম জুড়ে বড় বড় হেডলাইনে ও সুবিশাল ছবিসম্বলিত লেঃ জেঃ টিক্কা খানের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের সংবাদটি গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি হিন্দু

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষিত হয়। বিষয়টি দৈনিক সংগ্রামের সহ্য হয়নি। তাই ১০ এপ্রিলের সংখ্যায় 'ভারতের মায়াকান্না' উপসম্পাদকীয়তে 'দূরবীন' হিন্দু মুসলিম জিগির তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে লেখেঃ

> রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি হিন্দু।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল ব্রহ্মধর্মাবলম্বী। এরা মুসলমানদের মত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং এধর্মে মৃত ব্যক্তিকে কবর দিয়ে সৎকার করা হয়। তথাপিও দৈনিক সংগ্রাম হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেবার লক্ষে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেয়। উপসম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

গত কয়েক সপ্তাহ আগে জিন্নাহ হল যখন সূর্যসেন হলে পরিণত হলো এবং রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রস্তাবিত হলো তখন ভারতের হিন্দুরা তাদের সাফল্যে আনন্দে ডুগডুগি বাজাতে শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে যখন তাদের আশা ভঙ্গ হলো এবং তাদের আশার প্রদীপটি নিভে গেল তখন ভারতীয় হিন্দুদের স্বভাবতই বেসামাল হয়ে পড়ার কথা।

১১ এপ্রিল

১৪০ সদস্যের শান্তি কমিটি গঠন

শান্তি কমিটি গঠনের সংবাদটি ব্যানার হেডলাইন দিয়ে খুবই গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়।

'ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠন' শিরোনামটি ছিল ৭ কলামব্যাপী ও ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বড় বড় হরফে লেখা। সংবাদে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ঢাকায় দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গতকাল শনিবার ১৪০ সদস্যের একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।.....গতকাল কমিটির এক বৈঠকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়।
>
> পূর্ব পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিনকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটিতে যেসব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তারা হলেন, জনাব এ,কিউ,এম শফিকুল ইসলাম, মৌলানা ফরিদ আহমেদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পীর মহসেন উদ্দীন, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান, জনাব আবুল কাসেম, জনাব আতাউল হক খান।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তথাকথিত বাংলাদেশ গঠনের পায়তারা করছে

একই দিনের দৈনিক সংগ্রামে 'পাক ভারত সম্পর্ক' শিরোনামে উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের জন্য একটি স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য এবং ইসলামী আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্বলিত শাসনতন্ত্র দেওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট আছেন। তিনি তার পাঁচ দফা আইন কাঠামো আদেশে পাকিস্তানের ঐক্য ও ইসলামী আদর্শ পুরোপুরিভাবে বজায় রাখার নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছিলেন। গত নির্বাচনের পরের কাহিনী বড়ই নাজুক। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশের ঐক্য বজায় রাখায় তাদের নির্বাচনী ওয়াদা খেলাপ করে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত বাংলাদেশ গঠনে অপপ্রয়াস পেয়েছিল। এই সুযোগে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত অন্যায়ভাবে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবার জন্য আমাদের মধ্যে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা ঘটানোর অপপ্রয়াসে মেতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবে

উপরোক্ত শিরোনামে ১১ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ ইউনুস স্বাক্ষরিত বিবৃতি ছাপানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়ঃ

> আমরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি।.....ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা সমস্যার সৃষ্টি করছে।

১২ এপ্রিল

করাচী বিমান বন্দরে আটককৃত শেখ মুজিব

স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে স্বাধীনতার মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে এদেশবাসী মুক্ত অবস্থায় দেখতে চেয়েছিল। সেজন্য দেশবাসীর মনোবল অটুট রাখার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি প্রচার করত শেখ মুজিব মুক্ত আছেন এবং আমাদের মাঝেই আছেন। কিন্তু দেশবাসীর মনোবল ভেঙে দেবার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী এই সংবাদ পত্রটি ১২ এপ্রিল সংখ্যার প্রথম পাতায় আটককৃত শেখ মুজিবের চার কলামব্যাপী একটি ছবি ছাপে। ছবিটির ক্যাপশানে লেখা ছিলঃ

> করাচী বিমানবন্দরে আটককৃত শেখ মুজিব।

দুই মুক্তিযোদ্ধার ছবি

দৈনিক সংগ্রামের চতুর্থ পাতায় অস্ত্রশস্ত্রসহ দুই যুবকের ছবি ছাপা হয়। ছবির ক্যাপশানে লেখা হয়ঃ

> গত শনিবার যশোহর জেলার বেনাপোলের কাছে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

তবে ছবিটি যে দুই মুক্তিযোদ্ধার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ছবিতে যুবকদ্বয়ের চেহারা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছিল। যেহেতু তারা আমাদের দেশের সন্তান, তাই ছবি দেখে কেউ তাদের চিনে ফেলে, এই ভয়েই সংগ্রাম এ কাজটি করেছিল।

ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করেছে ঃ গোলাম আযম

দৈনিক সংগ্রাম একই সংখ্যায় গোলাম আযমের একটি বেতার ভাষণ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। গোলাম আযম বেতার ভাষণে বলেনঃ

> ভারত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করছে। পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নিয়োজিত করে পূর্ব পাকিস্তানকে দাসে পরিণত করতে চায়।

শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে দেশের উত্তরণ ঘটেছে

১২ এপ্রিল 'অর্থনীতি পুনর্গঠন' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> গতমাসে রাজনৈতিক আন্দোলন হিংসাত্মক পথে মোড় নেবার পর যারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারাও ফিরে আসছেন, এমনকি যারা প্রদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তারাও ফিরে আসছেন। মোট

কথা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার শুরু হয়েছে। .....অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার এক পর্যায় থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে দেশের উত্তরণ ঘটছে।

শান্তি কমিটি গঠন ঃ একটি শুভ পদক্ষেপ

১২ এপ্রিলের সংখ্যায় আরো একটি সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, 'একটি শুভ পদক্ষেপ'। শান্তি কমিটি গঠনকে একটি শুভ পদক্ষেপ বলে সম্পাদকীয়তে প্রশংসা করা হয়। সম্পাদকীয়তে আরো আশা প্রকাশ করা হয়ঃ

> অন্যান্য শহরেও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পথ অনুসৃত হবে এবং গোটা দেশে পূর্ণ স্বাভাবিকতা ও দেশ রক্ষাবোধ দেখা দেবে।....এর ফলে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও পঞ্চমবাহিনীর সব চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৩ এপ্রিল

দৈনিক সংগ্রাম, 'পাকিস্তানের প্রতি চীনের দৃঢ় সমর্থন' এই ব্যানার হেডলাইনটি ৮ কলামবিশিষ্ট বড় বড় হরফে ফলাও করে প্রচার করে।

মিছিলের পুরোভাগে নেতৃত্ব দেন গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামী

শান্তি কমিটি গঠনের পর ঢাকায় প্রথম মিছিলটি ১২ এপ্রিল ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে বের করা হয়। এই মিছিলের সংবাদ দৈনিক সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ১৩ এপ্রিলের সংখ্যায় প্রচার করে। প্রায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরো ৮ কলাম জুড়ে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে 'ভারতীয় চক্রান্ত বরদাস্ত করব না' শিরোনামে সংবাদটি পরিবেশিত হয়। শান্তি কমিটির মিছিলটি এতই গরুত্ব পায় যে, পত্রিকার প্রথম পাতার অর্ধ পৃষ্ঠা জুড়েই থাকে মিছিলের ছবি। এ ছাড়া চতুর্থ পাতাতেও ৫ কলামব্যাপী মিছিলের আরো একটি ছবি ছাপানো হয়। খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

> মিছিলের পুরোভাগে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম, খান এ, সবুর, পীর মহসেন উদ্দীন ও ইসলামী ছাত্র সংঘের জনাব মতিউর রহমান নিজামী।

খবরে আরো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়ঃ

> কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বৃহৎ আকারের ছবিও মিছিলে শোভা পেতে দেখা যায়।

খবরে মিছিলের শ্লোগানের কথাও উল্লেখ করা হয়। শ্লোগানগুলো ছিলঃ

> পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়দে আজম জিন্দাবাদ, পাকিস্তানের উৎস কি-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মিথ্যা প্রচার বন্ধ কর। ব্রাহ্মবাদ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ।

পাকিস্তান রক্ষার জন্য গোলাম আযমের মোনাজাত

১২ এপ্রিল শান্তি কমিটির মিছিলের শেষে গোলাম আযমের নেতৃত্বে যে মোনাজাত পরিচালিত হয়, ১৩ এপ্রিলের দৈনিক সংগ্রামে সেটিও গুরুত্বের সাথে ছাপানো হয়। এ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে বলা হয়ঃ

> পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সত্যিকারের মুসলিম সৈনিক হিসেবে দেশ রক্ষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আল্লাহর দরগাহে দোয়া করেন। সত্যিকারের মুসলমান ও পাকিস্তানী হিসেবে বেঁচে থাকার ও পাকিস্তানে চিরদিন ইসলামের আবাসভূমি হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তিমানের নিকট দোয়া করেন।

১৪ এপ্রিল

পূর্ব পাকিস্তানে এখন সুদিন ফিরে এসেছে

'ফ্যাসিবাদী ভারতের স্বরূপ' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

> জয় বাংলা আন্দোলন বানচাল হয়ে যাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে এখন সুদিন ফিরে এসেছে। পাকিস্তান বিপদমুক্ত হয়েছে।

নিরাপরাধ বাঙালীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় জাতিসংঘের সমালোচনা

১৯৭১ সালে চীন ছিল জাতিসংঘ বহির্ভূত একটি কমিউনিস্ট দেশ। দৈনিক সংগ্রাম তীব্র কমিউনিস্টবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও চীন '৭১ সালে পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদানের জন্য কমিউনিস্ট চীনের প্রশংসায় গদগদ হয়ে 'চীনের সমর্থন' শিরোনামে ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একদিকে চীনের প্রশংসা করা হয় এবং অপরদিকে বাঙালী নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানকে সমর্থন না করায় জাতিসংঘের সমালোচনা করে বলা হয়।

> ভারতের জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম চীন নয় বরং জাতিসংঘকেই প্রতিবাদমুখর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি জাতিসংঘ বহির্ভূত দেশ যে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে, জাতিসংঘ তা পারেনি।
>
> .....প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের এ ধরণের দায়িত্বহীনতা ও নিস্পৃহ মনোভাবের ফলেই ভারতের মত পররাজ্য লোলুপ রাষ্টসমূহ পৃথিবীতে অশান্তি ও যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছে।

১৫ এপ্রিল

দুষ্কৃতিকারী দমনের জন্য বিমান ব্যবহার করা হয়

দৈনিক সংগ্রাম তার প্রতিটি লেখায় বোঝাতে চাইত, দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ৩রা এপ্রিল 'পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও পল্লী এলাকায় শান্তি অব্যাহত রয়েছে' —এই ব্যানার হেডলাইনটি দিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়। কিন্তু ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় 'ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দুষ্কৃতিকারীমুক্ত' ৭ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইন দিয়ে পরিবেশিত সংবাদটি পাঠ করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে দেশের অবস্থা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। পরিস্থিতি তখন এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে, জনতার বিক্ষোভ দমনের জন্য বিমান পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। এভাবে প্রায়ই দৈনিক সংগ্রামের পরিবেশিত খবরেই তাদের নিজেদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যেত।

খবরে বলা হয়ঃ

এমন কি পাকিস্তানের বিমানগুলো এর আগে যেসব অভিযান চালিয়েছিল তাতে তারা খুবই সতর্কতার সাথে কেবলমাত্র দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের ঘাটির বিরুদ্ধে অভিযানরত স্থলবাহিনীকে সাহায্য করেছে।

জনতা তথাকথিত বাংলাদেশ চায়না

'জনতা পাকিস্তান চায়' এই শিরোনামে ১৫ এপ্রিল শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলের ভূয়সী প্রসংসা করা হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পাকিস্তানের সংহতি ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্তের প্রতিবাদে পরিচালিত মঙ্গলবারের লক্ষ লক্ষ জনতার অভূতপূর্ব বর্ষাভেদী মিছিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনতা তথাকথিত বাংলাদেশ চায় না, চায় পাকিস্তান।
>
> .....নয়াদিল্লীর ষড়যন্ত্রের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ সেদিনের আগরতলা ষড়যন্ত্রকে বাস্তব সত্য বলে ধারণা জন্মাচ্ছে।
>
> ..... শেখ মুজিবের রেফারেণ্ডাম ছিল স্বায়ত্বশাসনের— স্বাধীনতার নয়। সরল জনতা কি করে বুঝবে যে, পাকিস্তান ও কোরআন-সুন্নাহ ভেকধারীরা ভোট নিয়ে ভারতের তাবেদার স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চালাবে?
>
> অবশেষে যেইমাত্র পাকিস্তান দিবসে জয় বাংলা পতাকা উত্তোলিত হলো আর পুড়ানো হলো পাকিস্তানী পতাকা ও পদদলিত করা হলো পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজমের ছবি, অমনি তাদের সহিত ফিরে এলো।....ফলে দেশের সেনাবাহিনী সহজেই গোটা প্রদেশ আয়ত্বে এনে ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের বন্দী ধ্বংস ও বিতাড়িত করতে সমর্থ হলো।

জামাতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগ আগেই সতর্ক করে আসছিল

উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> বলা বাহুল্য জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রাক নির্বাচন কাল থেকেই জনগণকে এ ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিল। কিন্তু সরল জনতা দু'শ বছরের শিক্ষার পরও মুসলমানদের ভেতর এরূপ কোন মীরজাফর জন্মাতে পারে বলে ভাবতে পারেনি।
>
> .....আজ জনগণের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে ভারতবন্ধু মীরজাফরদের আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সমূলে উৎখাত করার জন্য দেশরক্ষাবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করা।
>
> .....আমরা গত ১লা মার্চ থেকে তাদের তথাকথিত জয়বাংলার স্বেচ্ছাচার দেখেছি, তাদের লুঠতরাজ ও হত্যা অপহরণ আমাদের অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে। দেখেছে তাদের অমুসলিমের সহযোগিতার পাইকারী হারে মুসলমানের গলাকাটার লীলা।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান

১৫ এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করা হয়ঃ

> সরকারের কাছে আরজ করা হচ্ছে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারী নিয়ে এখনও কিছু সংখ্যক ভারতীয় চর পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন পল্লী এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে বলে শোনা যায়, তারা যেন অনতি বিলম্বে সেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে প্রদেশের শহরগুলোর মতই দৃষ্কৃতিকারীমুক্ত করে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে আনে।

দৈনিক সংগ্রাম এতদিন ধরে প্রচার করে আসছে মুক্তিযুদ্ধ বলে কোনো কিছু নেই। এসব ভারতের গুজবমাত্র। তাদের ভাষায় এদেশের কোনো নাগরিক 'তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধে' যোগদান করেনি। ভারতীয় হিন্দু অনুপ্রবেশকারীরা দেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজ করছে। কিন্তু ২২শে এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় এ.পি.পি. পরিবেশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল **১৬ জন সেনা ও ই. পি. আর আত্মসমর্পণ করেছে।**

এই খবর পরিবেশনের মাধ্যমে দৈনিক সংগ্রামের এতদিনের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়।

২২ এপ্রিল

সংবাদপত্রের সমালোচনায় দৈনিক সংগ্রাম

'জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। পাকিস্তানের আদর্শের পক্ষে কাজ না করায় এই সম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রগুলোর সমালোচনা করা হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ...বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা সবচাইতে আপত্তিকর। সংবাদপত্রের মালিকদের মনে ঘুণাক্ষরেও এটা জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হয়নি যে তারা যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হওয়ায় এখানে সংবাদপত্রের ব্যবসা করে দু'পয়সার অধিকারী হয়েছে সে আদর্শের জন্য তাদের পত্রিকায় দু'একটি কলাম থাকা একান্ত জরুরী ছিল।....তা না করে বরং জাতীয় আদর্শবাদীদেরকে সকল সময় কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহর দান পাকিস্তান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে

উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

> আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট যথাসময়ে হস্তক্ষেপ ও লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় আরেকবার আল্লাহর দান পাকিস্তান শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২৩ এপ্রিল

গুজবের পরিণতি এদেশের মানুষকে ভোগ করতে হবে

২৩ এপ্রিল 'গুজব বন্ধ হোক' শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয়তে জনগণকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পাকিস্তানস্থ ভারতীয় চররাও এখন পর্যন্ত নিরলসভাবে গুজব ছড়িয়ে চলেছে। গুজবের পরিণতি এদেশের মানুষকেই শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে হবে এবং হচ্ছে।

.....আমরা মনে করি শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ও তাদের শাখা সংস্থাগুলো গুজব রটনার বিরুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

গুজব রটনাকারী ও যাবতীয় অশান্তি সৃষ্টিকারী দুষ্কৃতিকারীদেরকে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সহায়তায় খুঁজে বের করার জন্য প্রতিটি বাড়ীতে ও তাতে অবস্থানকারীদের বিস্তারিত পরিচয় জানার ব্যবস্থা অবলম্বিত হলেও কল্যাণকর ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা মনে করি।

২৫ এপ্রিল

বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশনার 'অবাঞ্ছিত' ও 'দুষ্কৃতিকারী'

কোলকাতায় নিযুক্ত সাবেক পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এতে দৈনিক সংগ্রাম ক্ষিপ্ত হয়ে ২৫ এপ্রিল 'ভারতের দ্বি-মুখী নীতির জের' শিরোনাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, তাতে জনাব হোসেন আলীসহ অন্যদের অবাঞ্ছিত ও দুষ্কৃতিকারী বলা হয়।

সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে না এমন কিছু লোক এবং দুষ্কৃতিকারীরা কোলকাতাস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশন অফিস যথেচ্ছা ব্যবহার করছিল। ভারত সরকারের উচিত ছিল এসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে হাই কমিশনের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা। কিন্তু ভারত সরকার এ ন্যায় নীতি বোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

একই দিনে 'জাতীয় আদর্শভিত্তিক শিক্ষা' শিরোনামে লেখা উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> আজাদীর অব্যবহিত পর থেকে দেশে ইসলামী শিক্ষানীতি চালু থাকলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদর্শবান শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে আমাদের সমাজ কিছুতেই বর্তমান অবস্থার সম্মুখীন হতো না।

২৯ এপ্রিল

২৯ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রতি সৌদী আরবের সমর্থনকে ফলাও করে প্রচার করা হয়। সংবাদটি দুই কলামে বড় হরফে একটি বাক্যে শেষ হলেও এর শিরোনামটি ছিল পুরো ৮ কলামব্যাপী। তিন লাইনবিশিষ্ট বড় বড় হরফে ব্যানার হেডলাইনে লেখা শিরোনামটি ছিলঃ

> পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার সংগ্রামে সৌদী আরবের সমর্থন।

বেআইনী ঘোষিত দলটি মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ

২৯ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে 'ভারতীয় প্রচারণার নূতন মোড়' শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> ব্রাহ্মণ্য চক্রান্তের হোতাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ নির্বাচনে বেআইনী ঘোষিত দলটির (আওয়ামী লীগ) প্রতি সরল

> বিশ্বাসে যে আশায় সমর্থন দিয়েছিল, তারা জনগণকে সে আশার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা না করায় জনগণের কাছে আর এখন তাদের কোন স্থান নেই। কেননা তারা হিন্দুস্থানী জগৎ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভদের চক্রান্তে মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ পাক বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে হিন্দুদের গোলামে পরিণত করতে চেয়েছিল।

৩০ এপ্রিল

আমাদের ঐতিহ্যবাহী পাকসেনারা জনতাকে মুক্তি দিয়েছে

যখন খুনী পাকসেনাদের নির্মম অত্যাচারে এদেশের মানুষ দিশেহারা, তখন দৈনিক সংগ্রাম তার ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় পাকসেনাদের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

'নৈরাজ্যের অবসান' শিরোনামের লেখায় বলা হয়,

> মাত্র এক মাসের ভিতর আমাদের ঐতিহ্যবাহী পাক সেনারা পূর্ব পাকিস্তানের গোটা ভূখণ্ড নাপাক হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারী ও অনুচরদের হাত থেকে মুক্ত করে এ এলাকার জনতাকে দুঃসহ এক অরাজকতার রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। না বললেও চলে, এ এক বৎসর দু'মাসকাল এদেশে গণতন্ত্রের নামে বনতন্ত্র চলছিল, নির্বাচনের নামে প্রহসন ঘটেছিল, রাজ্য চালানোর নামে নৈরাজ্য চলেছিল, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার চলেছিল, নঙ্গালীদের অনঙ্গালী হত্যা চলল ও বাঙালীদের অবাঙ্গালী হত্যার তাণ্ডবলীলা চলতে লাগল।

তারা পাকিস্তানী হবার যোগ্যতা হারিয়েছে

'নৈরাজ্যের অবসান' সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

যারা পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' করেছিল, জিন্নাহ হলকে 'সূর্যসেন' করেছিল, রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি করেছিল আর সেই ঠাকুরেরই 'ও আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত করেছিল তারা পাকিস্তানী হবার যোগ্যতা সর্বতোভাবে হারিয়েছে বলে কোন পাকিস্তানীই আজ তাদের সমর্থন যোগাবে না।

মে ১৯৭১

১ মে

১ মে দৈনিক সংগ্রাম 'দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে তাদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করা হয়ঃ

> কিন্তু সে রাজনীতি মূলতঃ তখনই ফ্যাসিবাদিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এমনকি শেষ পর্যন্ত গণ আকাঙ্খার পরিপন্থী বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত মূলতঃ এ কারণেই গিয়ে পৌছুতে পেরেছিল যে, তাতে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতিকারীরাও বিপুল অর্থপুষ্ট হয়ে ঢুকে পড়েছিল।
>
> ....কাজেই দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন প্রথমত দুষ্কৃতির মূল উৎস ও কার্যকারণের উৎখাত হওয়া আবশ্যক, তেমনি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সহনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যও দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই

১ মে দৈনিক সংগ্রাম 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' শিরোনামে উপসম্পাদকীয়তে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনকে সরাসরি ভারতীয় প্রচারণা বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানে কোথাও এমন লড়াই-এর নাম নেই, তবু লড়াই এর উল্লেখ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলাদেশ সরকার' নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তবু সে সরকার সম্পর্কে খবর প্রচার করতে হবে।

২ মে

পাক সেনাবাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছে

যে সময় এদেশের জনগণ পাকসেনাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, সে সময় দৈনিক সংগ্রাম তার ২রা মে তারিখে 'হিন্দুস্তানী সৈন্যের বর্বরতা' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> যেখানে যে অঞ্চলেই ভারতীয় সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করেছে, সেখানকার জনগণ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আমাদের পাক সেনা বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছে। পাক বাহিনীর আগমনে শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

এরা যে বেআইনী ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই

একই সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী সৈন্যরা যেখানেই প্রবেশ করেছে এবং জনগণের ওপর যথেচ্ছাচার চালিয়েছে সেখানেই তাদের সাথে একদল দেশীয় দুষ্কৃতিকারী ছিল বলে জানা গেছে। এসব স্থানীয় দুষ্কৃতিকারী যে হিন্দুস্তান রেডিও ঘোষিত 'বাংলা বাহিনীর লোক' এবং এরা যে বেআইনী ঘোষিত একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নাই।

> ....এক শ্রেণীর মানুষ এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানের ভাগ্যকে ওপারের হিন্দুদের যথেচ্ছাচারের শিকারে পরিণত করতে চেয়েছিল। এ ধরণের মানসিকতা না থাকলে তারা কিছুতেই হিন্দুস্তানী সৈন্যদের ডেকে এনে এদেশের নিরীহ ও নিরস্ত্র মুসলিম জনসাধারণের ওপর জঘন্য ও পাশবিক অত্যাচার চালাতে পারতো না, দেশের অর্থ সম্পদ লুট করে হিন্দুস্তানে নিয়ে যেতে হিন্দুস্তানী সৈন্যদের সহযোগিতা করতো না এবং নিজেদের দেশের ব্রিজ, কালভার্ট রাস্তা প্রভৃতি গরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করতে হিন্দুস্তানী সৈন্যদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসতো না।

৩ মে

২৬শে মার্চ পাকিস্তানীদের জন্য মুক্তি দিবস

দৈনিক সংগ্রামের ১ম পাতায় ফজলুল হকের কন্যা রইসী বেগমের বিবৃতি খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে রইসী বেগম বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আমাদের সাত কোটি পাকিস্তানীদের জন্য মুক্তি দিবস।

> ....শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুচরেরা চিরদিনের তরে মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছে। শয়তানী শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার শক্তি যেন আমাদের অজেয় সশস্ত্র বাহিনীকে আল্লাহ দান করেন।

১ মে দৈনিক সংগ্রামে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও এখন লড়াইয়ের লেশ নেই অথচ ৩ মে দৈনিক সংগ্রামেই প্রথম পাতায় এপিপি পরিবেশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল **বগুড়ায় তথাকথিত মুক্তিবাহিনী বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।**

এরূপ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পেশের মাধ্যমে দৈনিক সংগ্রামের আসল চেহারটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

৪ মে

দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দিন

'দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দিন' শিরোনামে ৪ মে দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। এতে আরো বলা হয়ঃ

> এ সমাজ বিরোধীদের দমনে সরকারকে সাহায্য করা একদিকে নিজেকে সাহায্য করা ও অপরদিকে নিজের ঈমানী দায়িত্ব পালন করার শামিল।

৬ মে

ভারতে কোন শরণার্থী যায়নি

পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নির্বিচার গণহত্যা ও পাশবিক অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য প্রায় এক কোটি বাঙালি বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক জান্তা কখনও একথা স্বীকার করেনি। সামরিক জান্তার সাথে সুর মিলিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী এই প্রতিক্রীয়শীল পত্রিকাটি ভারতে কোন শরণার্থী যায়নি বলে প্রচার চালাতে থাকে। এ বিষয়ে পত্রিকাটিতে ৬ মে

'শরণার্থী বাহানা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়ঃ

> হিন্দুস্তান এখন নিজ দেশের তালাবদ্ধ মিল কারখানার বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ও বেকার নাগরীকদের একত্র করে তাদের শরণার্থী বলে প্রচার করছে। এবং বিশ্ববাসীর দরবারে মানবতার দোহাই দিয়ে তাদের নামে সাহায্য হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছে। দুনিয়ার সামনে ইতিমধ্যে যেমনিভাবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আসলে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ছিল হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারী ও তাদেরই নিয়োজিত চর তদ্রুপ হিন্দুস্তানের বহু প্রচারিত শরণার্থীদের স্বরূপও তাদের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য।

বাংলাদেশ ওয়ালারা ভূত

৬ মে দৈনিক সংগ্রামে 'তিক্ত হলেও সত্য' শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করা হয়। এই রচনায় মুক্তিযুদ্ধকে কটাক্ষ করা হয় ও পাকিস্তানের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং পাকিস্তানের পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই গাওয়া হয়ঃ

> শুনেছি ভূতের পা পেছনে থাকে। আমাদের 'বাংলাদেশ' ওয়ালারা ভূত কিনা জানি না। তবে তাদের গতি যে কোন দিকে এ ব্যাপারে আজ আর কেউ দ্বিমত পোষণ করছে না। যে পাকিস্তান তাদের হিন্দু জমিদার ও মহাজনের নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দিয়েছে।..... যে পাকিস্তান তাদের জান-মালের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে, সে পাকিস্তান তাদের ক্ষতিটা করল কি?
>
> .....সন্দেহ নেই এই 'বাংলাদেশ' ওয়ালাদের তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রাম হিন্দু ভারতেরই কল্যাণে এসেছে। গোটা মুসলিম দুনিয়ার কেবল অকল্যাণই বাড়িয়েছে। বিজাতীয় দালালী নিয়ে স্বজাতির এরূপ নির্লজ্জ সর্বনাশ সাধনের নজীর বিশ্ব শতকে তো দূরের কথা, দুনিয়ার ইতিহাসেও নগণ্য। তাই দুনিয়ার সেরা মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বংসকামী 'বাংলাদেশ'ওয়ালারা জাতির ইতিহাসে 'মীরজাফর' পরিভাষারই নতুন সংস্করণ হয়ে দেখা দেবে।

৮ মে

সামরিক সরকার ২৫শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন

২৫শে মার্চের কালো রাত্রের গণহত্যা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ দ্বারা ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়। অথচ দৈনিক সংগ্রাম এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করে ৮ মে একটি সম্পাদকীয়তে হত্যাকাণ্ডের পেছনে অবান্তর যুক্তি খাড়া করে।

'সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা' শিরোনামে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়ঃ

> অবৈধ আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গত ২৬শে মার্চে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এঁটে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। সামরিক সরকার তা জানতে পেরেই পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রে আকস্মিক হামলা চলিয়ে তাঁর সে পরিকল্পনা নস্যাৎ কের দেন এবং পাকিস্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।.....
>
> আরো প্রকাশ এ পরিকল্পনার পেছনে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র থেকেই.....জাতির পিতা কায়েদে আজমের নাম নিশানা মুছে নতুন জাতির নতুন জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠা অভিযান চলেছিল। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বদলে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত চালু করা হয়েছিল। অবশেষে তেইশে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে শুধু মুখের ঘোষণাটি বাকি রাখা হয়েছিল ২৫শে মার্চের জন্য।
>
> এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপরই ন্যস্ত। .....আমাদের বীর পাকসেনারা পয়ষট্টির ভারতীয় প্রত্যক্ষ হামলা ও একাত্তরের ভারতীয় পরোক্ষ হামলা যেরূপ অলৌকিকভাবে প্রতিহত ও বিধ্বস্ত করলো তাতে সত্যিই আমরা গর্ববোধ করছি।

উপরোক্ত লেখা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, দৈনিক সংগ্রাম ২৫শে মার্চের গণহত্যাকে শুধু সমর্থন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে গর্ববোধ করেছে।

তিনি শ্রী তাজউদ্দীন হয়ে গেছেন

দৈনিক সংগ্রাম 'শ্রী তাজউদ্দীনের বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তাতে জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করে লেখা হয়ঃ

> জনাব তাজউদ্দীন পাকিস্তানকে অস্বীকার করে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের সাথে সাথে তিনি স্বভাবতই শ্রী তাজউদ্দীন হয়ে গেছেন।

১২ মে

আল্লাহ আকবরের জায়গায় জয় বাংলা দখল করে নিয়েছে

তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণার মাধ্যমে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকাটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তারই একটি নমুনা আমরা দেখতে পাই ১২ মে 'সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের ইতি হোক' শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়টি পাঠের মাধ্যমে। সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়ঃ

> হিন্দুস্তানী সংস্কৃতি মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করেছে।
>
> যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় শ্লোগানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আল্লাহ আকবর ও পাকিস্তান জিন্দাবাদ বাক্য দুটি বাদ পড়ে এগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছিল 'জয়বাংলা'। মুসলমানী ভাবধারা পুষ্ট জাতীয় সঙ্গীতের স্থান দখল করেছিল মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু কবির রচিত গান।.....
>
> শহীদ দিবসের ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগী মুসলমান ছাত্রদের জন্যে দোয়া কালাম পড়ে মাগফেরাত কামনার পরিবর্তে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে হিন্দুয়ানী কায়দা, নগ্ন পদে চলা, প্রভাত ফেরী, শহীদ মিনারের পাদদেশে আল্পনা আঁকা ও চণ্ডীদেবীর মূর্তি স্থাপন ও যুবক যুবতীদের মিলে নাচ গান করা মূলতঃ ঐ সকল পত্র-পত্রিকা বই-পুস্তক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলোর বদৌলতেই এখানে সম্ভব হয়েছে। এ সবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্র বিনষ্টের চেষ্টাও অনেক করা হয়েছে।

১৩ মে

ওদের ধর্মের নাম বাংগালী ধর্ম

এ ধর্মের প্রবর্তকের নাম শেখ মুজিব

'জয়বাংলা ধর্মমত' শীর্ষক যে উপসম্পাদকীয় লেখা হয় তাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান ও ধ্বনিকে কটাক্ষ করা হয়েছেঃ

.....এ নতুন জাতির নাম হল 'জয়বাংলা' জাত। তাদের কলেমা ও সালাম-কালাম হলো 'জয়বাংলা' তাদের দেশের নাম 'বাংলাদেশ', তাদের ধর্মের নাম বাংগালী ধর্ম। এ ধর্মের প্রবর্তকের নাম দিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধু।

১৩ মে সংগ্রাম 'হিন্দুস্তানী বেতারের আরেক উষ্কানী' শিরোনাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় রচনা করে, তাতে মুক্তিযোদ্ধাদের (তাদের ভাষায় দুষ্কৃতিকারী) কঠোর হস্তে দমন করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানায় এবং এ কাজে শান্তি কমিটিরও সহযোগিতা চায়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

তাই কর্তৃপক্ষ সমীপে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে, তারা যত তাড়াতাড়ি এ সব দুষ্কৃতিকারী দমনকল্পে থানা এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশাসন যন্ত্রকে পূনর্বহাল ও সক্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হবেন ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল। .....বিভিন্ন জায়গায় যে সব শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে/হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে সেগুলোও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৭ মে

প্রথম পাতায় ৫৫ জন শিল্পী ও অধ্যাপকের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। পুরো সংবাদটি প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী।

'ভারতের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার নিন্দা' শিরোনামে বিবৃতিটির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, ডঃ মীর ফখরুজ্জামান, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, জনাব নূরুল মোমেন, জনাব জুলফিকার আলী, জনাব আশকার ইবনে শাইখ, জনাব মোহর আলী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মিসেস আর্জুমান্দ বানু, মিসেস ফেরদৌসী রহমান, সাইয়েদ মর্তুজা আলী, কবি ফররুখ আহমেদ, জনাব আঃ সালাম, জনাব বদরুদ্দীন, জনাব আবুল কালাম সামসুদ্দীন, জনাব আকবর উদ্দীন, প্রিন্সিপ্যাল আ.ক.ম. আদমুদ্দীন।

১৯ মে

১৫ মে দৈনিক সংগ্রামে 'জনতা পাকিস্তান চায়' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, অথচ ১৯ মে সম্পাদকীয়তে বলা হয় জনগণ নাকি পাকিস্তান শব্দের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে।

'সশস্ত্র বিদ্রোহের দমনের পর' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

তারপর একে একে দুটো যুগ ধরে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলামানরা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের যে অনৈস্লামিক অনাচার ও অবিচার দেখে আসছে তাতে তারা এখন 'ইসলাম ও পাকিস্তান' শব্দ দুটোর প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে।

২০ মে

শান্তি কমিটি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রশংসা করে 'গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী' শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি নাগরিক জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের তৎপরতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে শান্তি কমিটির ও পাকিস্তানী দালালদের মুক্তিবাহিনী কর্তৃক নিহত হবার কথা স্বীকার করা হয়। সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়ঃ

কোন কোন এলাকায় গভীর রাত্রে এসে দুষ্কৃতিকারীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি করে। আর শান্তি কমিটি তথা ইসলাম ও পাকিস্তানবাদী লোকেরাই বিশেষভাবে তাদের শিকারে পরিণত হয় বলে জানা যায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন করে 'শ্রীমতির শরণার্থীর শ্লোগান' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

সুযোগ সন্ধানী শ্রীমতী ইন্দিরা এতদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের জিগীর ছেড়ে এবারে শরণার্থীর শ্লোগান তুলেছেন। বেশ কিছু মূলধন লগ্নী করে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা জন্ম দিয়ে শস্য শ্যামলা পূর্ব পাকিস্তান জয়ের স্বপ্ন যখন আমাদের সেনাবাহিনীর তৎপরতায় মাঠে মারা গেল, তখন সেই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এখন শরণার্থীর নামে চালিয়ে বিশ্বের দরবার থেকে অন্তত মূলধন আদায়ের ফন্দী ফিকির শুরু করেছেন।

২১ মে

'সীরাত সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযম' শিরোনামে গোলাম আযমের একটি সুদৃশ্য ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করে।

২৩ মে

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যের প্রশংসা করে একটি সম্পাদকীয় রচনা করে। 'ওরে আয় ফিরে আয়' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

ভারত ও তার চরদের প্ররোচনা ও প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে যেসব আইনানুগ নাগরিক সীমান্তের পরপারে গিয়ে অশেষ কষ্টে ভুগছেন প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাদের স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বান সময়োপযোগী হয়েছে। এ আহবান আমাদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ভাই-বোনদের প্রাণে আশার সঞ্চার করবে। একতরফা ও একটানা প্ররোচনা ও প্রচারণায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে তারা যে অমানুষিক দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন আশা করি এবার তার অবসান ঘটবে।

আওয়ামী নেতৃত্ব কলঙ্কজনক নজীর কায়েম করল

একই দিন উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

.....সবকিছুই ভুল নেতৃত্বের কুফল। ভ্রান্ত নেতৃত্বের যে বিপুল খেসারত এ অঞ্চলবাসীকে দিতে হল, তার ক্ষতিপূরণ কতদিনে সম্ভব তা কে বলতে পারে, তথাপি আমাদের শেষরক্ষা খোদা যে করলেন, সে জন্য আমরা খোদার কাছে কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও ত্যাগ অবশ্যই

প্রশংসনীয়। তাদের সময়োচিত হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুতেই আমরা ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেতাম না।....ক্ষমতার লালসা যে মানুষকে দেশবিক্রেতাও করতে পারে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আওয়ামী নেতৃত্বই পয়লা সে কলঙ্কজনক নজীর কায়েম করল। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনী ও জনতার সচেতন পদক্ষেপ যদিও দেশ ও দেশের জনতাকে ভারতীয় ধ্বংসস্পৃহার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তথাপি আওয়ামী ভ্রান্ত নেতা ও ফ্যাসিবাদী কর্মীদের একতরফা প্ররোচনা, প্রচারণা ও জবরদস্তির শিকার হয়ে কিছু লোক ভারতে চলে গেছে।

২৪ মে

শান্তি কমিটি শ্রেণী দল ও ভাষা নির্বিশেষে সব দুষ্কৃতিকারী শায়েস্তা করবে

'পূর্ণ নিরাপত্তাবোধের পূর্বশর্ত' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্ট ও লেঃ জেঃ-এর প্রশংসা করে বলা হয়ঃ

যে শান্তি কমিটি গঠনের সুযোগ তিনি দিয়েছেন তা থেকেও নাগরিকদের ভেতরে নিরাপত্তাবোধ গাঢ় হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসছে। দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা প্রায় উধাও হয়ে পরপারে চলে গেছে।

২৫ মে

'আত্মসমর্পণের আহবান' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট গ্রেফতারের খবরে উল্লাস প্রকাশ করে মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করে লেখা হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

কেননা তাদের জানা উচিত যে পাকসেনাবাহিনী যেখানে হিন্দুস্তানী সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও তাদের এ সব দোসরদের সুসংগঠিত শক্তিকে তচনচ করে দিতে পেরেছেন, সেক্ষেত্রে এদেশে গেরিলাগিরির নামে বর্তমানের দুষ্কৃতি দমনও তাদের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার।

হিন্দুস্তানী প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে এখনও যারা দুশ্চিন্তায় লিপ্ত কিংবা অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তায় নাশকতামূলক কাজের দ্বারা নাগরিক জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করতে প্রয়াসী তাদের অতি সত্বর উল্লেখিত আহবানে সাড়া দেয়া উচিত, এতেই তাদের নিজের, পরিবারবর্গের ও সমাজের কল্যাণ নিহিত।

একই দিনে 'আহবান' শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধকে ষড়যন্ত্র আখ্যায়িত করে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণ সাধন, তাদের ভাগ্যের পুরিবর্তন এ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের দোহাই দিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা যা করছে তা কোনক্রমেই জনগণের মঙ্গলের সহায়ক ছিল না। স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের অর্থ দেশকে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড বিখণ্ড করা নয় আর দাবী আদায়ের অর্থও দেশে অরাজকতার সামাজ্য বিস্তার করা নয়। .....নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের এমনি ধরণের কার্যকলাপ শুধুমাত্র দেশ, দেশবাসী ও পূর্ব পাকিস্তানের সরল প্রাণ মানুষের জন্য দুঃখ ডেকে আনেনি, পক্ষান্তরে এই চক্রান্ত মুসলিম বিশ্বকে হতবাক

করে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা নিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিবেশী ভারতের সাথে অশুভ তৎপরতায় মেতে উঠে।.....

...যে দেশটি গোড়া থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে বরদাশত করতে পারছে না, নানা ছল ছুতোঁয় সে দেশের শাসকরা পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলোপ করতে চায়, সেই মুসলমান বিদ্বেষী দেশের সাথে আতাঁত করার পেছনে আওয়ামী লীগের কি উদ্দেশ্য ছিল তা কি পাকিস্তানের অধিবাসীদের জানতে বাকী আছে? চক্রান্তের পরিণতি চিরদিন যা হয়ে থাকে আওয়ামী লীগের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে।

২৬ মে

জনগণ ও ছাত্র সমাজ সেনাবাহিনীর পেছনে পাহাড়ের মত অটক থাকবে

'ইন্দিরার রণহুঙ্কারে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণার্ত ক্রোধের সঞ্চার' তিন লাইনব্যাপী ও দুই কলাম জুড়ে হেড লাইন দিয়ে নিজস্ব সংবাদদাতার বরাত দিয়ে ২৬ মে প্রথম পাতায় একটি সংবাদ ছাপা হয়। এতে বলা হয়ঃ

জনগণ ও ছাত্রসমাজ সেনাবাহিনীর পেছনে পাহাড়ের মত অটল থাকবে।

হিন্দুস্তান ও তার অনুচরেরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল

সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রশংসা করে বলা হয়ঃ

হিন্দুস্তানী সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতিকারীদের দমন অভিযানের পর দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সব জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যেগুলোকে পুজি করে হিন্দুস্তান ও তার অনুচরেরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল, গত পরশু করাচীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক তাঁর প্রদত্ত ভাষণে সে সকল জিজ্ঞাসার জবাবই দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২৭ মে

মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেবার জন্য জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে একটি সংবাদ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়, 'দেশপ্রেমিক জনগণ পুরস্কৃত' শিরোনামে খবরটি প্রথম পাতায় স্টার চিহ্ন দিয়ে ছাপা হয়। এতে বলা হয় যেঃ

দুষ্কৃতিকারীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ জনগণের মধ্যে এক হাজার টাকা বিতরণ করেছেন।

এতে আরো বলা হয় যেঃ

দুষ্কৃতিকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) ধরিয়ে দিলে বা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানালে কতৃপক্ষ উপযুক্ত পুরষ্কার দেবে।

তারা পেঁয়াজের গন্ধ পান

'কবি নজরুল ইসলাম' সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়ঃ

তাঁর ব্যবহৃত মুসলমানী শব্দে বাংলা ভাষা যে বৈপ্লবিক রূপ লাভ করে, পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম বাংলা সাহিত্য সে পথ ধরেই অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আজাদী

হাসিলের পর থেকে কয়েক বছর আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্রে সে রীতি অনুসৃত হয়ে আসতে থাকলেও প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত সক্রীয় হয়ে উঠায় বর্তমানে আমাদের সংবাদপত্র ও সাহিত্যে নজরুল রীতি যেন বাদ পড়তে যাচ্ছে। অনেক মুসলিম লেখক পর্যন্ত লক্ষ্যে অলক্ষে উক্ত ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ হয়ে আজকাল একদিকে নিজেদের সুবিধামাফিক নজরুলকে ব্যবহার করলেও শব্দ প্রয়োগ ক্ষেত্রে তাঁর নীতির অনুসরণ করতে যেন তারা পেঁয়াজের গন্ধ পান। এটা মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টিতে নজরুল আদর্শের বিরোধীতার নামান্তর ছাড়া কিছু নয়।

আওয়ামী লীগের অভিযুক্ত সদস্যদের প্রকাশ্য ট্রাইবুনালে বিচার হওয়া প্রয়োজন

প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সামরিক জান্তাকে পরামর্শ দিয়ে ২৭ মে 'ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে' শিরোনাম দিয়ে সংগ্রাম একটি উপসম্পাদকীয় রচনা করে। এতে প্রেসিডেন্টকে পাঁচ দফা পরামর্শ দেওয়া হয়। তার মধ্যে তিন, চার ও পাঁচ দফা নিচে দেয়া হলোঃ

তিন, আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য মূলতঃ বিচ্ছিন্নতা চাননি, অথচ দলের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও ছিল না, এরূপ পাকিস্তানবাদী সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাদের স্বতন্ত্র অথবা কোন বৈধ দলের সদস্য হিসেবে বহাল রেখে বর্তমান গোলযোগপূর্ণ অবস্থা ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে উপনির্বাচন সম্ভব নয় বলে অবশিষ্ট আসনগুলোর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা দরকার।

চার, আওয়ামী লীগের অভিযুক্ত সদস্যদের প্রকাশ্য ট্রাইবুনালে বিচার হওয়া প্রয়োজন। তা হলে দেশ ও বিদেশের সবাই তাদের সরকারী চক্রান্ত সম্পর্কে পূর্ব ওয়াকেফহাল থাকতে পারবে। ফলে সব ভুল বুঝাবুঝিরও অবসান ঘটবে।

পাঁচ, বিশেষত এ অঞ্চলে যে ব্যাপক অসন্তোষ ও উচ্ছৃংখলা দেখা দিয়েছে ও ভারত প্রেরিত অস্ত্রে এমনকি জেল ভাঙ্গা দুষ্কৃতিকারীরাও যেভাবে সুসজ্জিত রয়েছে তাতে কোন বেসামরিক সরকার সে দুর্দিনের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারবে বলে আমরা মনে করিনা। তাই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার শর্তটির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরাও মনে করি।

২৮ মে

রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠনের প্রথম পরামর্শ

শান্তি কমিটি গঠনের মত রাজাকার আলবদর ও আল-শামস প্রভৃতি সশস্ত্র স্বাধীনতাবিরোধী বেসামরিক বাহিনী গঠনের প্রথম পরামর্শও দৈনিক সংগ্রাম দেয় ২৮মের সম্পাদকীয়তে। 'বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

এসব হত্যাকাণ্ডে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই পাকিস্তানবাদী ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী বলে জানা যায়। শান্তি কমিটির সাথে জড়িত ব্যক্তিও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বলে প্রকাশ। এছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগীতা করে যাচ্ছেন তাঁদের গোপন পত্র মারফত দুষ্কৃতিকারী হুমকি দিয়ে চলেছে জানা যায়।

আমাদের সেনাবাহিনী দুষ্কৃতিকারী দমন অভিযান অব্যাহত রেখেছেন সন্দেহ নেই এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা যেভাবে দেশকে হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সুসংগঠিত হামলা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন তেমনিভাবে এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের সত্বরই নির্মূল করতে সক্ষম হবেন।

দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী এসব দুষ্কৃতিকারী দমনের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বেও সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় একাধিক নিবন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস পাকিস্তান ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য লোকদের সমন্বয়ে একটি বেসামরিক পোশাকধারী বাহিনী গঠন করে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে অতি তাড়াতাড়ি এসব দুষ্কৃতিকারীকে নির্মূল করা সহজ হবে।

৩০ মে

দুষ্কৃতিকারীদের তারা একটি ভ্রাম্যমান রেডিও ষ্টেশন দিয়েছে

'হিন্দুস্তানের অমার্জনীয় ভূমিকা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপা হয় ৩০ মে। তাতে লেখা হয়ঃ

শুধু তাই নয়, এজন্যে তারা সীমান্তের ওপারে বহু সংখ্যক যুবককে দুষ্কৃতির ট্রেনিংও দিচ্ছে বলে তাদের স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায়। রাষ্ট্রদ্রোহী এ দুষ্কৃতিকারীদেরকে তারা একটি ভ্রাম্যমান রেডিও ষ্টেশনও দিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রকাশ ট্রাকের উপর স্থাপিত উক্ত রেডিও ষ্টেশনটি নাকি খবর প্রচারকালে পাক সীমান্তের কাছাকাছি স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পাক বাহিনীর আগমন মাত্র তা হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

একই দিন দৈনিক সংগ্রাম তার প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সরকারি হ্যাণ্ড আউটের বরাত দিয়ে একটি সংবাদ পারিবেশন করে।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ৭ সদস্য কমিটি' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতি পুনর্গঠনের জন্য প্রাদেশিক গভর্নর সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কমিটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, ডঃ হাসান জামান, ডিরেক্টর জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো, সদস্য সেক্রেটারী, ডঃ মোহর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, জনাব এ, এফ, এম আবদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য, ডঃ আবদুল বারী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য, ডঃ সাইফুদ্দিন জোয়ারদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য এবং ডঃ মকবুল হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য।

জুন ১৯৭১

১ জুন

এ লোক এককালে বাংলা একাডেমীর প্রধান ছিলেন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আকাশবাণী থেকে বাংলা একাডেমীর মহা-পরিচালক মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সাক্ষাৎকার প্রদান করলে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এই পত্রিকাটি ক্ষিপ্ত হয়ে ১ জুন 'স্বরূপে কালসাপ' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> সংবাদ বিচিত্রায় সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যাওয়া জনৈক শ্মশ্রুমণ্ডিত পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ বুদ্ধি ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি এককালে এখানকার বাংলাএকাডেমীর প্রধানও ছিলেন। যিনি পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে চাকুরী নেন। আকাশবাণী প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও এর পটভূমিকে যেভাবে বিকৃত করে তুলে ধরেছেন তা বিস্ময়কর। বিস্ময়কর এ জন্য যে এ জাতীয় ব্যক্তিরাই আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে সওয়ার ছিলেন।
>
> .....মুনীবদের খুশী করার জন্য তিনি এও বলেন যে, আমাদের যুব সমাজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান করে না। তাদেরকে এ দুই সম্প্রদায়ের পূর্বেকার সম্পর্কের কথা বুঝাতে চাইলেও তারা বোঝে না। তারা বলে হিন্দু-মুসলমান আবার কিসের বিরোধ? বলা বাহুল্য এহেন বুদ্ধি ব্যবসায়ীর সংশ্রবে থেকে যে এ দৃষ্টিভঙ্গির যুবক সৃষ্টি না হয়ে উপায় নেই, ভদ্রলোককে এ কথা কে জানাবে?

২ জুন

ভারত শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে গড়িমসি করছে।

দৈনিক সংগ্রাম ২ জুন 'ভারতের শরণার্থী ব্যবসায়ে সংকট' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়া পাকিস্তানী নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার আন্তর্জাতিক যে সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে দেখেই শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে গড়িমসি করছে। ভারতের শরণার্থী ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য ধুয়া তুলছে যে, শরণার্থীদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার অনুকুল পরিবেশ নেই।

হিন্দু হলে শরনার্থী মুসলমান হলে অনুপ্রবেশকারী

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মম বাঙালী নিধনযজ্ঞ যাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি, তারা হঠাৎ করে ভারতীয় শরণার্থীদের দুঃখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশ্য এই ব্যকুলতার পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। মুলত হিন্দু-মুসলিম জিগির তুলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপথগামী করতে চেয়েছিল মাত্র। ৩ জুন 'হিন্দুস্তানে পলাতকদের গ্রেফতার' শিরোনামে উপসম্পাদকীয় পাঠ করলেই তাদের এই দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে।

উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> ভারত এ নীতি নিয়েছে যে হিন্দু হলে শরণার্থী এবং মুসলমান হলে অনুপ্রবেশকারী। খাবার ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কোন কোন শিবিরে মুসলমান যুবকদের আলাদা করে গুলি করে হত্যা করার মত ঘটনা ঘটেছে।

৬ জুন

সূর্যোদয়ের আগেই দুষ্কৃতিকারীদের সকল ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে দেন

২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাকাণ্ডে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। সারা পৃথিবীর মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। অথচ দৈনিক সংগ্রাম এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব চিহ্নিত করে এবং খুনী পাকসেনাদের বীরত্বের প্রশংসা করে ৬ জুন একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

'পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও রিলিফ পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনী' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ২৬শে মার্চ মধ্যরাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। বিদ্রোহীরা শহরের উল্লেখযোগ্য সকল রাস্তায় বড় বড় গাছের শাখা, পুরনো গাড়ী, রোড রোলার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করে। এমনকি সেনাবাহিনীর চলাফেরা রোধ করার জন্য ইট দিয়ে দেয়ালও গেঁথে তোলা হয়। সেনাবাহিনী চরমপন্থীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত নির্দিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ জায়গা, বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। চরমপন্থী ছাত্রদের সদর দফতর জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে সেনাবাহিনী মর্টার ও মেশিনগানের গুলির সম্মুখীন হন। ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও কয়েকটি পুলিশ ষ্টেশনে তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয় কিন্তু দ্রুত কর্মতৎপরতা দিনের সূর্যোদয়ের আগেই দুষ্কৃতিকারীদের সকল ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং পরদিন সকালেই ঢাকা শহর শান্ত আকার ধারণ করে।

ইতিপূর্বে দৈনিক সংগ্রাম নিরপসভাবে প্রচার করেছে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসহ শহরের কোথাও কিছু ঘটেনি। এগুলো ছিল 'ভারতীয়' ও 'ইসরাইলী' মিথ্যা প্রচারণা। কিন্তু উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানী সৈন্যদের বীরত্বগাথা প্রচার করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই স্বীকার করে নেয় যে, ইপিআর হেড কোয়ার্টার পুলিশ ক্যাম্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস পাকিস্তানী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

৭ জুন

জাতির মুক্তির নামে চোর ডাকাতদের জেল থেকে বের করে আনা হয়েছে

৭ জুন 'পলাতক অপরাধী প্রসঙ্গে' সম্পাদকীয়তে বোঝানো হয় যে, সৎ নাগরিকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। রবঞ্চ জেল থেকে মুক্ত দাগী আসামীরাই মুক্তিযুদ্ধের নামে নাশকতামূলক কাজ করছে।

সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

২৫শে মার্চের পূর্বে স্বার্থান্বেষী মহল প্রদেশের বিভিন্ন জেল থেকে ৮ হাজার অপরাধীকে মুক্ত করে দিয়েছেন। ...জাতির জন্য এটাকে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে তারা সমাজ বিরোধী চোর-ডাকাতদের হাত থেকে নিজেদের জানমাল রক্ষার জন্য যাদেরকে জেলে আবদ্ধ করেছিল, সেই চোর-ডাকাতদেরকেই জাতির মুক্তির নামে স্বার্থবাদী মহল জেল থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। যেদিন জনৈক বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রায় লক্ষাধিক লোকের এক সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতি গোলযোগ সৃষ্টি ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের রাজবন্দী বলে তাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে বলেছিলেন যে, এসব বন্দীকে ছেড়ে না দেয়া হলে তারা ৭ই ডিসেম্বর ফুলের মালা গলায় দিয়ে বের হয়ে আসবে, তখনই আমরা এ উস্কানিমূলক উক্তির আসল লক্ষ্য উপলব্ধি করে এর কঠোর নিন্দা করেছিলাম এবং ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার থাকতে বলেছিলাম।

মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জনতা সমর্থন করেনি

—মওলানা মওদুদী

'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনগণ কখনও বিচ্ছিন্নতা চায়নি' শিরোনামে' দৈনিক সংগ্রামে ৭ জুন জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদীর একটি স্মারকলিপি প্রকাশিত হয়।

মুসলিম বিশ্বের কাছে পেশ করা এই স্মারকলিপিতে মওলানা মওদুদী বলেন,

> মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এদেশের মুসলিম জনতা কখনও সমর্থন করেনি অথবা ১লা মার্চ থেকে শুরু করা বিদ্রোহ আন্দোলনে (অসহযোগ আন্দোলন) সাধারণ মানুষ অংশ নেয়নি।

৮ জুন

দলত্যাগী সৈন্য ও পুলিশের প্রতি আহ্বান

৮ জুনের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও পুলিশদের আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে বেতার ভাষণ দেন। দৈনিক সংগ্রাম প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণের আহ্বানকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এবং প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য সৈনিক ও পুলিশদের উপদেশ দিয়ে উপরোক্ত শিরোনামে ৮ জুন সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> সম্প্রতি গোলাযোগের সময় চরমপন্থী এবং অনুগত নেতাদের প্ররোচণায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস এবং পুলিশের যেসব কর্মচারী নিজ নিজ ইউনিট ফাঁড়ি এবং থানা থেকে পালিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছিল সরকার সেসব দলত্যাগী সেনাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন।
>
> ....সেক্ষেত্রে এ ধরনের আহ্বান পাকিস্তান সরকারের পরম উদারতা ও সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কর্মচারী ভুল পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সে অবস্থার কথা বিবেচনা করেই সরকার এ আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ অবস্থাটি উপলব্ধির জন্য সত্যই সরকার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

> ...সুতরাং আমরা মনে করি, নিজের ব্যক্তি জীবন ও পরিবার পরিজনকে দুঃখ, কষ্ট ও মানসিক অশান্তির হাত থেকে রক্ষাকল্পে প্রত্যেক দলত্যাগী সৈন্য পুলিশ কর্মচারীর উচিত সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

৯ জুন

মীর জাফর কারা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতাবিরোধীদের মীর জাফর আখ্যায়িত করা হত। এতে স্বাধীনতাবিরোধী পত্রিকাটির আঁতে ঘা লাগে। উপরোক্ত শিরোনামে ৯ জুন উপসম্পাদকীয়তে স্বাধীন বাংলা বেতারের বক্তব্যের জবাবে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ইদানীং কোলকাতা ও আগরতলা বেতার থেকে অহরহ পূর্ব পাকিস্তানের জনতাকে মীরজাফর হত্যার আবেদন জানানো হচ্ছে। আমাদের স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে এ মীর জাফর কারা? সত্যি কথা বলতে কি আমাদের তথাকথিত বাংগালী প্রেমিকদের ক্রিয়াকল্পে পূর্ব পাকিস্তানের ধর্ম প্রাণ মুসলমানরা হাড়ে হাড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অথচ এই ধর্ম প্রাণ মুসলমানরাই এ অঞ্চলের বাসিন্দা।
>
> যারা 'আল্লাহু আকবর' ছেড়ে 'জয় বাংলা' ধ্বনি তোলে, সালাম কালাম ভুলে জয় বাংলা জিগির চালায়, শহীদ মিনারে চণ্ডীদেবী পূজা করে, বর্ষাবরণ এ বর্ষবরণে যুবক-যুবতীরা মিলে সূর্যদের ও প্রকৃতি দেবীর অর্চনার নামে কেলী চালায়, হিন্দুর প্রেমে যারা বাংগালী ও বাংগালী মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ চালায়, ভারতের প্রেমে পাকিস্তানের বুকে ছুরি হানে, তারা মীর জাফর হলো না, মীর জাফর হল ইসলাম ও পাকিস্তানের পতাকাবাহীরা?

ভারতের উদ্বাস্তু ধুয়ার অন্তরালে

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে জাগ্রত বিশ্ববাসী সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। কিন্তু বিশ্ববাসীর এই সহানুভূতি দৈনিক সংগ্রামের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা বিশ্ব-বিবেককে বিভ্রান্ত করার জন্য চরম মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের আশ্রয় নেয় এবং ৯ জুন উপরোক্ত শিরোনামে দৈনিক সংগ্রামে বলা হয়ঃ

> তথাকথিত পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের নাম করে ভারত ইতিমধ্যে ১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করেছে এবং আরো ২০ কোটি টাকা লাভের আশা করছে। মানবিক সাহায্যের অজুহাতে প্রকৃতপক্ষে ভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পুরণ করা।

পুনর্বাসন কাজে সেনাবাহিনীর আত্মনিয়োগ

যে সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল, হাট-বাজার-গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল, রীতিমত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল এ দেশটিকে। সেই সময় দৈনিক সংগ্রাম ৯ জুন প্রথম পাতায় পুরো ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইন দিয়ে উপরোক্ত শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করে,

> সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক ব্যাপক পরিকল্পনায় নিয়োজিত হয়েছে।

১০ জুন

তাজুদ্দিন ও তোফায়েল সহ অন্যান্যদের ফৌজদারী আদালতে বিচার করা হবে

১০ জুন প্রথম পাতায় দৈনিক সংগ্রাম কালো বর্ডার দিয়ে বক্স করে তাজিউদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিচারের খবর গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে।

'তাজুদ্দিন ও অন্যান্যদের ফৌজদারী আদালতে বিচার করা হবে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়ঃ

> সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ৪০ নং সামরিক আইন বিধির অধীনে ঢাকার সাত মসজিদ রোডের জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, বাকেরগঞ্জ জেলার কোরালিয়ার জনাব তোফায়েল আহমেদ, ময়মনসিংহ জেলার লাঙ্গল শিমুলের জনাব এ এম নজরুল ইসলাম, ঢাকা জেলার ১১০ নম্বর সিদ্বেশ্বরীর জনাব আব্দুল মান্নান এবং দি পিপলসের মালিক ও ঢাকা জেলার সিদ্বেশ্বরীর জনাব আবেদুর রহমানকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

১৩ জুন

শান্তি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরোক্ত শিরোনামে ১৩ জুন পত্রিকাটি শান্তি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

সম্পাদকীয়তে দেশে বিরাজমান অবস্থায় শান্তি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়ঃ

> একটা জাতির জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ যতনা মারাত্মক তার চাইতে আভ্যন্তরীণ শত্রুর শত্রুতা জাতির জন্য অধিক ভয়াবহ সংকট ডেকে আনে। আমাদের বর্তমানে জাতীয় সংকটও ইতিহাসের সেই অমোঘ বিধানেরই সংকট।
>
> এদিক থেকে এবার জাতীয় সংকট মুহূর্তে দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীরা সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়।
>
> ...গেরিলাগিরির নামে যেসব দুষ্কৃতিকারীরা দেশের শান্তি ব্যাহত করতে প্রয়াসী, সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতেই দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করার জন্যে শান্তি কমিটির অধীনে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে।

১৪ জুন

হিন্দু ভারত থেকে যারা ফিরে এসেছে তারা পাকিস্তান ভক্ত হয়ে পড়েছে

'ওরা কড়া পাকিস্তানী' শিরোনামে উপসম্পাদকীয়তে ১৪ জুন বলা হয়ঃ

> বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, হিন্দু ভারত থেকে যারা ফিরে এসেছে তারা নিদারুণ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে চরম হিন্দুস্তান বিরোধী ও পাকিস্তান ভক্ত হয়ে পড়েছে।

> ...শরনার্থী মুসলমানদের বিবিধ পন্থায় শেষ করার জন্য তারা যে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে তার খপ্পর থেকে যারা পালিয়ে আসতে পেরেছে তারা স্বভাবতই আমাদের চেয়ে কড়া পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তান বিদ্বেষী হয়েছে।
>
> এজন্যই মনে হয় ভারতের পাকিস্তান ধ্বংসের চক্রান্ত মূলতঃ আমাদের জন্যে শাপে বর হল।

১৫ জুন

আলেমদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রচারণা

উপরোক্ত শিরোনামে ১৫ জুন উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> মুসলমানদের জাতশত্রু ইহুদীরা আরব মুসলমানদের যেভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে তেমনি ইহুদীদের পরম বন্ধু হিন্দুরাও একই যোগসাজশে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলোপের কাজ করে যাচ্ছে।
>
> হিন্দুরা এদেশ থেকে ইসলাম খতম করার জন্য আলেমদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছে এ অভিযানকে প্রতিহত করতে হলে শুধু সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেই চলবে না, সামরিক কর্তৃপক্ষের থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ও ইসলামের জন্য উপযোগী পন্থা বেছে নিতে হবে।

শহরের ২১০টি রাস্তা ইসলামীকরণ

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণহত্যাসহ তাদের বিভিন্ন অপকীর্তি পবিত্র ইসলামের নামে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা চালায়।

নিজেদের খাঁটি মুসলিম হিসেবে প্রমাণের জন্য তারা রাতারাতি সব কিছু ইসলামীকরণ করছিল। এমনকি জায়গা এবং রাস্তার নাম পর্যন্ত তাদের এ নীতি থেকে বাদ পড়েনি। তারা ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জকে মুসলিম বানায় অর্থাৎ মুসলমানদের নামের সাথে মিল রেখে জেলাগুলোর নাম রাখা হয়। তেমনিভাবে ২১০টি রাস্তাকে মুসলিম বানানো হয়।

১৫ জুন দৈনিক সংগ্রাম ডবল স্টার দিয়ে সরকারের এই নীতি সমর্থন করে নিজস্ব সংবাদদাতার পরিবেশিত খবর প্রথম পাতায় গুরুত্বসহকারে পরিবেশন করে। তাতে লেখা হয়ঃ

> জাতীয় কৃষ্টি ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজধানী ঢাকা শহরের মোট ২১০টি রোড, লেন ও বাই লেনসমূহের নামের আমূল পরিবর্তন করা হয়।

১৬ জুন

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বেড়াচ্ছে

১৬ জুন 'বৈদেশিক সাহায্য এবং আমরা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মওলানা মওদুদীর ১৩ জুনের বিবৃতির আলোকে বলা হয়ঃ

> আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুস্তান আমাদের দেশ পাকিস্তানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে তার অনুচরদের সহযোগিতায় পাকিস্তান ধ্বংসের চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছিল। এখন হিন্দুস্তান এবং কর্মফলে সৃষ্ট 'শরণার্থীদের' সমস্যা সঙ্কল করে গোটা পৃথিবীব্যাপী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বেড়াচ্ছে। আমরা যেসব দেশ থেকে প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা লাভ করে থাকি এখন সেসব দেশ তাদের দেয়া আর্থিক সহযোগিতাকে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।